ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সুশাসন, সমতা ও নারী

ধারণাপত্র

প্রেক্ষাপট

নারী-পুরুষের সমতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে প্রতিবছর ৮ মার্চ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য– **I am Generation Equality: Realizing Women's Rights** (আমি সমতার প্রজন্ম: চাই নারীর অধিকার বাস্তবায়ন)।[১] আর বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এবছরের প্রতিপাদ্য **প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার**।[২]

নারী অধিকার আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা- এই চেতনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)–ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। টিআইবি মনে করে, নারীদের অর্ন্তভুক্ত না করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে টিআইবির এবারের প্রতিপাদ্য **'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সুশাসন, সমতা ও নারী'**।

নারী দিবস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বাংলাদেশেরও মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। জাতিসংঘের সিডও[৩] সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নারী ও শিশুর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার' এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ২৮(৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়নে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা যাবে না'। সিডও সনদের ২ ও ১৬ (১) (গ) ধারাতেও এই বিষয়গুলির উল্লেখ আছে।

নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) জেন্ডার বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাতেও নারী-পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীর সমান অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১–তেও এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে যেখানে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ থাকবে এবং সমতাভিত্তিক মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগ করবে।[৪]

* নারী সমতা ও ক্ষমতায়ন

গত দুই দশকে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য আছে। নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক ২০২০ (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স) অনুযায়ী ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এখনো শীর্ষে আছে বাংলাদেশ।[৫] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ অনুযায়ী নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী-পুরুষের বৈষম্য রোধ এবং নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশের ইতিবাচক অগ্রগতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে আছে।

* অর্থনীতি ও কর্মক্ষেত্রে নারী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সমীক্ষা মতে, অর্থনীতির মূলধারায় নারীর অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১ কোটি ৯৮ লাখ নারী কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করছেন। জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের শ্রমখাতে নারী শ্রম শক্তি বেড়েছে ৪.৬ শতাংশ এবং পুরুষ শ্রম শক্তি বেড়েছে মাত্র ১ শতাংশ। বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান ২০ শতাংশের বেশি। কিন্তু বাস্তবে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অবদান স্বীকার করলে এই হার ৪০ শতাংশের বেশি হবে।[৬]

রাজনৈতিক অঙ্গনেও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরাসরি ২২ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।[৭] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নারীরা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। তবুও নারী ক্ষমতায়নে আমরা এখনো পিছিয়ে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ পদ নারীদের জন্য রাখার লক্ষ্য থাকলেও ছোট-বড় কোনো দলই সে শর্ত পূরণ করেনি। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা গেলে নারীরা জাতীয় উন্নয়নে আরো সক্রিয় অবদান রাখতে পারবে।

* নারীর প্রতি সহিংসতা

নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি হলেও নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা নারীর অগ্রযাত্রায় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ১৪১৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।[৮] ধর্ষণের পর ৭৬ জন নারীর মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা ও যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনে ৩১৪ জন নারী খুন হয়েছেন।[৯] দেশের বিভিন্ন আদালতে এখনও প্রায় দেড় লক্ষাধিক নারী নির্যাতন মামলা ঝুলে আছে।[১০] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্যাতনকারীরা প্রভাবশালী ও ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে এসব মামলায় ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে অধিকার হরণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে অন্যতম প্রতিবন্ধক দুর্নীতি।

---

[১] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/12/announcer-international-womens-day-2020-theme
[২] https://mowca.gov.bd/
[৩] The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979
[৪] Akhter, Ms. Asma and Islam, Ms. Qumrun Naher (2019), Women And Men In Bangladesh, Facts and Figures 2018, BBS
[৫] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
[৬] http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/LFS_2016-17.pdf
[৭] http://www.parliament.gov.bd/images/pdf/party-wise-list/7th-Edition.pdf
[৮] https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/265539/নারী নরি্যাতন কমছে না কনে
[৯] http://www.askbd.org/ask/category/hr-monitoring/violence-against-women-statistics/
[১০] https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2019/04/19/760359

দুর্নীতি প্রতিরোধ, টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় নারী

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ এ নারীদের সম-অধিকার এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অভীষ্ট ১৬ এ দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন, ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার ও উন্নয়ন, সর্বস্তরে সুশাসন ও সকলের জন্য ন্যায় বিচার এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে কাউকে পেছনে না রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সকল পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সম-অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব।

জেন্ডার অসমতা ও দুর্নীতি পরস্পর সম্পর্কিত। জেন্ডার অসমতা সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে বাধাগ্রস্ত করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেসব দেশে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষময়তায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে সেসব দেশসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে কম।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। টিআইবির একটি গবেষণায় দেখা যায়, নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির সংঘটক কিংবা দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়; আবার নারী নিজেও দুর্নীতির শিকার হয়।[১১] টিআইবি মনে করে, দুর্নীতির কারণে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। অনেক সময় অবৈধ উপার্জন বা কোনো দুর্নীতি না করেও আইনের চোখে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হয়। টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ তে সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারী দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৩১.৮ শতাংশ। বিচারিক সেবা, বীমা, গ্যাস, পাসপোর্ট ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণে নারী পুরুষের তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[১২] এমন বাস্তবতায় নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতির কার্যকর প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০: টিআইবির দাবি

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিআইবি দেশব্যাপি জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততামূলক কাজ করছে। স্থানীয়ভাবে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ৪৫টি অঞ্চলে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম– মানববন্ধন-র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশ সরকারের নারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)-দের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫ ও ১৬ অর্জনে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে করণীয় হিসেবে টিআইবির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উপলক্ষে নিম্নলিখিত ১০ দফা দাবি দেয়া হলো:

১. সমতাভিত্তিক নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধক দুর্নীতি; এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধকে মূলধারাভূক্ত করতে হবে;

২. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় অভীষ্ট ৫ এবং ১৬ কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে দুর্নীতি কমিয়ে আনাসহ সরকারকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে হবে;

৩. নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল প্রকার নারী অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ অনুযায়ী এসকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করতে হবে;

৪. নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক রাজনৈতিক দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চাসহ আমূল সংস্কার করতে হবে;

৫. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা জোরদার করতে হবে। নারীর নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের আইনি বিধান ও সাজা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;

৬. নারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবেদনশীল ও নারীবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

৭. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থাসহ যেসকল প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যান সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা– বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে এবং নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৮. সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ একটি নারীবান্ধব অভিযোগ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতিসহ সকল প্রকার আইনের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইন ২০০৯' অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বাড়াতে হবে; সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে; প্রতিটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;

১০. সমাজের সর্বস্তরে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিতে সময়াবদ্ধ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

[১১] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/es_ds_wnc_15_bn.pdf
[১২] টিআইবি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭